প্রথম আলো

তারিখ ... 01 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ৪ ...

উগ্রপন্থী সন্দেহে ছাত্রলীগের হাতে আটক

পাঁচ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে বুয়েট

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ছাত্রশিবির কিংবা উগ্রপন্থী কোনো সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে ছাত্রলীগের হাতে আটক হওয়া নয়জন ছাত্রের মধ্যে পাঁচজনের বিরুদ্ধে গতকাল সোমবার ব্যবস্থা নিয়েছে বুয়েট প্রশাসন।

ওই পাঁচজনের মধ্যে একজনকে ছয় মাসের (এক টার্ম) জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বাকিদের মধ্যে দুজনকে হল থেকে বহিষ্কার ও দুজনকে সতর্ক করা হয়েছে। গতকাল বিকেলে বুয়েটের শৃঙ্খলা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিষয়টি *প্রথম আলোকে* নিশ্চিত করেন বুয়েটের ছাত্রকল্যাণ পরিদপ্তরের পরিচালক অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন। তবে তিনি কেবল ছয় মাসের জন্য বহিষ্কার করা ছাত্রের নাম প্রকাশ করেছেন। তাঁর নাম আতিকুর রহমান। বাকি চারজনের নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি তিনি।

এ ছাড়া ওই পাঁচজন কোন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত, সেটাও সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারেননি ছাত্রকল্যাণ পরিদপ্তরের পরিচালক।

একজনকে ছয় মাসের (এক টার্ম) জন্য বুয়েট থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। বাকিদের মধ্যে দুজনকে হল থেকে বহিষ্কার ও দুজনকে সতর্ক করা হয়েছে

উগ্রপন্থী কোনো সংগঠনে যুক্ত আছে সন্দেহে কাজী নজরুল ইসলাম হলের নয়জন শিক্ষার্থীকে আটক করে ছাত্রলীগ। এ বিষয়ে এই হল শাখা ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আনোয়ার হাবিব *প্রথম আলোকে* বলেন, ছাত্রশিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গত রোববার রাতে তারেক রেজাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল পর্যন্ত আরও আটজনকে আটক করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে সোপর্দ করা হয়। তাঁর দাবি, আটক ছাত্রদের কক্ষে তল্লাশি করে বিভিন্ন প্রচারপত্র, পুস্তিকা এবং তাঁদের ল্যাপটপে আত্মঘাতী বোমা হামলার কৌশল, জঙ্গি তৎপরতা এবং জামায়াতের নেতা গোলাম আযম ও দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বক্তব্যের ভিডিও পাওয়া গেছে।

তবে বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ বলেন, এঁদের অনেকেই ছাত্রশিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। কিন্তু যেসব আলামত পাওয়া গেছে, সেগুলো 'ইসলামী গণতান্ত্রিক আন্দোলন' নামের একটি সংগঠনের।

শাস্তি পাওয়া ছাত্ররা কোনো জঙ্গি সংগঠনে যুক্ত কি না, জানতে চাইলে বুয়েটের উপাচার্য অধ্যাপক খালেদা ইকরাম বলেন, 'আমরা কিছু আলামত পেয়েছি। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তারা এসে আলামতগুলো নিয়ে যাবে। তারা হয়তো বলতে পারবে, ছাত্ররা কোন সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।' তিনি বলেন, আলামতগুলো দেখার পর জ্যেষ্ঠ শিক্ষক ও বিভিন্ন অনুষদের ডিনদের সঙ্গে আলাপ করা হয়েছে। অভিযুক্ত ছাত্রদের কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। শৃঙ্খলা কমিটির সিদ্ধান্ত সিন্ডিকেটকে অবহিত করা হয়েছে।